





(আমীরে আহলে সুন্নাত  এর লিখিত কিতাব  
“নেফীর দাওয়াত” থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর চতুর্থ অংশ)

# ভালমন্দ সহচর



- হাট ও নাকের রোগ হতে মুক্তি
- শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদে থাকার ওযীফা
- আজওয়াহ খেজুরের বিচি দ্বারা হাটের চিকিৎসা
- অভিনব গাজী
- গৃহের ইবাদতকারী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,  
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আন্তার কাদেরী রযবী 



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

এর বিষয়বস্তু “নেকীর দাওয়াত” এর ৮৫-৯৯ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

# ভালমন্দ সহচর্য

## আত্তারের দোয়া

ইয়া রাব্বের মুস্তফা! যে ব্যক্তি “ভালমন্দ সহচর্য” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার পছন্দনীয় বান্দাদের সহচর্য নসীব করো এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।  
أَمِينِ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

## দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:  
নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নৈকট্যবর্তী সেই হবে,  
যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদ প্রেরণ করবে।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## সহচর্যের তাৎক্ষণিক প্রভাবের উপমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সহচর্য তার প্রভাব অবশ্যই ফেলবে,  
যেমন; আপনার সাক্ষাৎ যদি এমন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হয়,  
যার চোখে নিজের কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকের ছাপ ফুটে  
উঠেছে, চেহায়ায় দুঃখের চিহ্ন, কথাবার্তায় বিরহের ভাব, তবে তার





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

এই অবস্থা দেখে কিছুক্ষণের জন্য আপনিও শোকার্ত হয়ে উঠবেন, আর আপনার যদি এমন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে বসার সুযোগ হয়ে যায়, যার চেহারা কোন সাফল্যের কারণে ঝলমল করছে, ঠোঁটে থাকে মুচকি হাসির ঝলক, কথাবার্তায় দেখা যায় আনন্দের ভাব, এমনতেই আপনিও কিছুক্ষণের জন্য তার আনন্দে আনন্দিত হয়ে যাবেন।

### সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের প্রভাব

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন লোকের সহচর্য গ্রহণ করে, যে আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা থেকে একেবারেই উদাসীন এবং গুনাহ সম্পাদনে কোন ধরনের দ্বিধা অনুভব করে না, তবে প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেও শীঘ্রই তার মতো হয়ে যাবে আর যদি কোন ব্যক্তি আশিকানে রাসুলের সহচর্য গ্রহণ করে, যাদের অন্তর মদীনার ভালবাসায় পরিপূর্ণ, যারা দিন-রাত আখিরাতের সাফল্যের জন্য নিজের সংশোধনের চেষ্টায় রয়েছে, যাদের চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্না করে, তবে আশা করা যায় যে, তাদের এই অবস্থা ঐ ব্যক্তিটির অন্তরেও প্রভাব সৃষ্টি করবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

বুরী সোহবতৌ সে বাচা ইয়া ইলাহী!

বানা মুঝ কো আচ্ছা বানা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারনী)

## দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম মাদানী সঙ্গ পাওয়ার জন্য আপনার দুশ্চিন্তা করার নিশ্চয় প্রয়োজন নেই। আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এর বরকতে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অভাবনীয় ভাবে আপনার চরিত্রের অংশ হয়ে যাবে। সকল ইসলামী ভাইয়ের উচিত যে, তারা যেনো নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে এবং সূন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সূন্নাতে ভরা সফর করে। এই মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** নিজের অতীত জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে এবং অন্তর পরকালিন উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবে। যার ফলে গুনাহের আধিক্যের জন্য লজ্জাবোধ সৃষ্টি হবে এবং তাওবার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলায় নিয়মিত সফর করার ফলে অশ্লীল ও অযথা কথাবার্তার স্থলে দরুদে পাকের ওয়ীফা জারী হবে এবং জিহ্বা তিলাওয়াতে কোরআন, যিকির ও নাত পড়াতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, রাগের স্থলে নম্রতা, ধৈর্যহীনতার স্থলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, অহংকারের স্থলে বিনয় ও মুসলমানদেরকে সম্মান করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। দুনিয়াবী ধন-সম্পদের লোভ চলে যাবে এবং নেক আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। মোট কথা বারবার আল্লাহর পথে সফরকারীদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ**।





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ইসলামী বোনদেরও উচিত যে, নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

## হার্ট ও নাকের রোগ হতে মুক্তি

আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে পরিপূর্ণ একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। মুরাদাবাদের (ইউপি, ভারত) এক ইসলামী ভাইয়ের লেখার সারমর্ম হলো: আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের সাগরে ডুবে ছিলাম। নামায থেকে দূরে, ফ্যাশন এবং নির্লজ্জতার শিকলে আবদ্ধ থাকার কারণে আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো উদসীনতায় বিলীন করে দিয়েছিলাম। রুহানী রোগ ছাড়াও আমি শারীরিক রোগেও জড়িয়ে পড়েছিলাম, আমার নাকের হাঁড় বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি হার্টের রোগও ছিলো, যে কারণে আমি অনেক কষ্টের শিকার থাকতাম। অবশেষে গুনাহের অন্ধকার রাতের কালো মেঘমালা সরে গেলো। ঘটনা এমন ছিলো যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফরকারী মাদানী কাফেলার সাথে আমার সফর করার সুযোগ হলো। আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বদৌলতে আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো আর আমি অতীতের সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে নিলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** এই বরকতও লাভ হয় যে, মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার সময় আমার নাকের বর্ধিত হাঁড়টি ভাল





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো,  
নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়াল)

হয়ে গিয়েছিলো আর কিছু দিন পর আমার হাটের রোগও ভাল হয়ে যায়।

দিল মে গর দর্দ হো ডর সে রুখ্ যর্দ হো পাওগে ফরহাতে কাফেলে মেঁ চলো  
হে শেফা হি শেফা মারহাবা! মারহাবা! আ'কে খোদ্ দেখ লেঁ কাফেলে মেঁ চলো  
(ওয়সায়িলে বখশীশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সমাজের একজন বিপথগামী ব্যক্তি যখন মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় আর সেই সাথে যখন আশিকানে রাসূলের সহচর্য লাভ করে তখন তার সংশোধনেরও উপায় হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় শারীরিক অসুস্থতা থেকেও আরোগ্য লাভ করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তার নাকের বর্ধিত হাঁড়টিও ভাল হয়ে যায় আর হাটের ভয়াবহ রোগ হতেও সে আরোগ্য লাভ করে। পাশাপাশি সাওয়াব অর্জনের নিয়তে হাটের চিকিৎসার এক মাদানী ব্যবস্থাপনাও আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি। যেমন;

## আজওয়াহ খেজুরের বিচি দ্বারা হাটের চিকিৎসা

স্থানীয় একটি পত্রিকার ‘কলামে’ প্রদত্ত একটি ঘটনা হুবহু বর্ণনা করছি: ৮৪ বৎসর বয়সের এক উচ্চ পদস্ত সাবেক সেনা অফিসার বর্ণনা করেছেন যে, ৫৬ বৎসর বয়সে আমার হাটের রোগ দেখা দেয়, আমি আমার রোগটিকে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কেননা তা প্রকাশ করলে আমার সেনা ক্যারিয়ারে সমস্যা আসতে পারে,





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তাই আমি ডাক্তারি চিকিৎসা এড়িয়ে চললাম, এমন সময় আমাকে কোনো এক ভদ্রলোক বলেন: মদীনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ খেজুর ‘আজওয়াহ’র বিচি মিহি করে পিষে সেই পাউডার দৈনিক সকালে আধা চামচ পানির সাথে মিশিয়ে পান করবেন। আমি সেই মাদানী চিকিৎসায় আমল করলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** খুব ভালভাবে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। এই চিকিৎসাটি তিনি (২৩/১২/২০১০ইং তারিখের সংবাদ অনুযায়ী) আজও ব্যবহার করছেন আর হয়ত এরই বরকতে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি শুধু স্বাস্থ্যবান এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে কর্মঠ (ACTIVE) নয় বরং তার হৃদপিণ্ডও যুবকদের ন্যায় সুদৃঢ়। সেই সংবাদপত্রের কলামে আরও রয়েছে যে, ১৯৯৫ সালে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ডাক্তাররা বললো: আপনার হার্টের তিনটি নালি বন্ধ হয়ে গেছে, এতে তিনি এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty) করানোর জন্য লন্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। আমি (অর্থাৎ উক্ত সাবেক সেনা অফিসারটি) তাকেও এই মাদানী চিকিৎসার কথা বললাম আর পরামর্শ দিলাম যে, আপনি ৩০ দিন ধরে এই চিকিৎসাটি চালিয়ে যান, কোনো উপকার না হলে অবশ্যই এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty) করিয়ে নিবেন। অতএব তিনি এই মাদানী চিকিৎসাটি গ্রহণ করলেন এবং তা ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন, এক মাস পরে তিনি লন্ডন গেলেন, সেখানে তিনি বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ডায়ালজিস্টের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তার টেস্ট করালেন, টেস্টের ফলাফল দেখে তাকে তিনি বললেন: আপনার হার্ট পূর্ণাঙ্গ রূপে ঠিক আছে, কোনোরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা  
ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

নেই। তিনি তার টেষ্টের পুরনো রিপোর্টটি ডাক্তারের সামনে রাখলেন, সে টেষ্ট দু'টি মিলালেন আর এ কথা মানতেই পারছিলেন না যে, টেষ্ট দু'টি একই ব্যক্তির। অতএব তিনি পুনরায় দেশে ফিরে আসলেন এবং এই মাদানী চিকিৎসাটিকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস বানিয়ে নিলেন। ২০০৯ ইং সালে তিনি দ্বিতীয়বার টেষ্ট করান, পুরনো টেষ্টের রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা হয়। পরে ডাক্তার এ কথা বলে বিস্মিত করে দেন যে, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তার হাটে কোনো প্রকার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না, তার হাট পরিপূর্ণরূপে ঠিকঠাক আছে। তিনি সেই মাদানী চিকিৎসা আজও ব্যবহার করে যাচ্ছেন আর তার অসংখ্য বন্ধুদেরকেও করাচ্ছেন।

না হো আরাম জিস বীমার কো সারে জমানে সে  
উঠা লে জায়ে থুড়ি খাক উনকে আস্তানে সে (যগকে নাত)

## নেক আমল

দা'ওয়াতে ইসলামী এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে “নেককার হওয়ার উপায়” স্বরূপ প্রশ্নোত্তর আকারে ‘নেক আমল’ নামে প্রদান করেছে। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য ৪০টি, বিশেষ ইসলামী ভাইদের জন্য (অর্থাৎ বোবা বধিরদের জন্য) ২৭টি রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থীরা নেক আমল অনুযায়ী আমল করে দৈনিক ঘুমানোর পূর্বে (অথবা সুযোগ মতো যেকোন সময়ে) পরকালিন বিষয়ক







প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

‘চিন্তা-ভাবনা’ করে অর্থাৎ নিজেদের আমলের পরিসংখ্যান করে নেক আমলের রিসালা প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে। এসব নেক আমলে অভ্যস্ত হয়ে নেককার হওয়া এবং গুনাহ হতে বাঁচার পথে প্রতিবন্ধকতা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে দূর হতে থাকে আর এর বরকতে সুন্নাহের অনুসারী হওয়া, গুনাহকে ঘৃণা করা এবং ঈমানের হিফাজতের মনোভাব সৃষ্টিতে সদাব্যস্ত। প্রকৃত মুসলমান হিসেবে তৈরি হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা হতে নেক আমলের রিসালা সংগ্রহ করুন আর দৈনিক পরকালিন বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা করে (অর্থাৎ নিজের পরিসংখ্যান করে) তাতে প্রদত্ত ছক পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার নেক আমলের যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

## নেক আমলের আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক আমলের রিসালা পূরণকারীরা কত যে সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে, তার অনুমান এই মাদানী বাহার থেকে বুঝে নিতে পারেন। যেমন; হায়দ্রাবাদের (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) ইসলামী এক ভাইয়ের শপথ করা বক্তব্য কিছুটা এরূপ: ১৪২৬ হিজরীর রজব মাসের এক রাতে আমি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, ছয়র পুরনু صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বপ্নে দেখার মহান সৌভাগ্য অর্জন করি। তাঁর পবিত্র গুণ্ডয় নড়ে উঠে, রহমতের ফুল ঝরতে থাকে, শব্দমালা কিছুটা এরূপ সজ্জিত হলো: “যে ব্যক্তি এই মাসে প্রতিদিন





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারনী)

পরকালিন বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নেক আমলের রিসালা পূরন করবে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।”

নেক আমল কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে  
কুরবে হক কে তালেবৌ কে ওয়াস্তে সওগাত হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(দশম চিকিৎসা) যিকির ও ওযীফাগুলোর অভ্যাস গড়ে তুলুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লৌকিকতা থেকে বাঁচার জন্য বর্ণিত চিকিৎসার পাশাপাশি আপনার সুবিধা ও সুযোগ অনুযায়ী আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করে এই ৮টি রুহানী চিকিৎসাও করুন। যা দ্বারা লৌকিকতার কুমন্ত্রনা দূর হয়ে যাবে:

(১) দৈনিক এই দোয়াটি তিনবার পাঠ করুন। আল্লাহ পাক আপনাকে ছোট-বড় যে কোনো ধরনের লৌকিকতা থেকে দূরে রাখবেন। দোয়াটি হলো:

“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ”<sup>(১)</sup>

(২) যখনই অন্তরে লৌকিকতার ভাব সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে একবার “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” পাঠ করে বাম কাঁধের দিকে তিনবার থু থু করুন।

১. হে আল্লাহ! জেনে শুনে আমি আপনার শরীক করা হতে তোমার দরবারে পানাহ চাই। আর না জানা অবস্থায় এমনরূপ কাজ করা হতে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৩) দৈনিক দশবার “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” যে ব্যক্তি পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য শয়তান হতে রক্ষাকারী একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন।

(৪) প্রত্যহ সকালে (মাঝরাতে থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সময়কে সকাল বলা হয়) ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠকারীকে যদি শয়তান সদলবলে তাকে দিয়ে গুনাহ করানোর চেষ্টা করে তবুও করাতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজে থেকে গুনাহ না করে।

(আল ওযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা)

(৫) সূরা নাস পাঠ করলেও কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

(৬) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সূফিয়ায়ে কিরামেরা বলেন: যে ব্যক্তি সকাল বিকাল ২১বার করে ‘سُورَةُ الْحَمْدِ’ শরীফ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করবে, তাকে إِنَّ شَاءَ اللهُ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদে থাকবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ১/৮৭)

(৭) “هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ৩) পাঠ করলেও তৎক্ষণাৎ কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

(৮)

(سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْعَلِيِّ (إِنْ يَشَاءُ يُدْبِرْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) (পারা ১৩, সূরা ইবরাহীম, আয়াত ১৯, ২০) বেশি বেশি পাঠ করলে কুমন্ত্রণাকে সমূলে বিনাশ করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭৭০) এই আয়াতটির দোয়ার





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো,  
নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়লা)

অংশটিকে আপনাদের বুঝতে সহজ হবার জন্য সামান্য পরিবর্তন করে  
লিখিত হয়েছে।

রিয়াকারী সে হার দম তু বাচানা  
খোদায়া বান্দায়ে মুখলিস বানানা

صَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

## চিকিৎসা করেও ভাল না হলে তখন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সব চিকিৎসা করেও যদি ভাল না হন, তবে ভয় পাবেন না বরং চিকিৎসা চালিয়েই যান। কারণ এতে হৃদয়ে প্রশান্তি আসবে। কেননা আমরা যদি চিকিৎসা বন্ধ করে দিই, তবে নিজেকে যেনো সম্পূর্ণরূপে শয়তানের হাতে তুলে দিলাম। কারণ এভাবে সে তো আমাদের রেহাই দেবে না, সুতরাং আমাদের উচিত যে, লৌকিকতা হতে বাঁচার জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ‘মিনহাজুল আবেদীনে’ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যা বলেছেন: তার সারমর্ম হচ্ছে; আপনি যদি এ ধারণা করেন যে, আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা সত্ত্বেও শয়তান আপনার পিছু ছাড়ছে না এবং আপনাকে জয় করার চেষ্টা করছে, তবে এর মর্ম এই যে, আপনার পরিশ্রম, আপনার শক্তি এবং আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা করাই আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাকে পরীক্ষা





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

করছেন, আপনি কি শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন নাকি তার কাছে হেরে যাচ্ছেন। (মিনহাজুল আবেদীন (আরবি), ৪৬ পৃষ্ঠা)

রিয়া কারিও সে বাচা ইয়া ইলাহী

সিয়া কারিও সে বাচা ইয়া ইলাহী

أَمِينٍ بِجَا وَ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

تُؤْبِؤْ إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## ইবাদতের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এইমাত্র লৌকিকতার কথা বলা হলো আর এই বিষয়টি বুঝা গেলো যে, লৌকিকতা হয়ই ইবাদতে, তাই ইবাদতের সংজ্ঞাও জানিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে **إِنَّ هَٰذَا اللَّهُ** ইবাদতের প্রকারভেদ এবং কিছু নিয়ত সম্পর্কেও আরয করার নিয়ত রয়েছে। ইবাদতের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে ওলামায়ে কিরামেরা বলেছেন: কাউকে ইবাদতের যোগ্য মনে করে তাকে কোনো ধরনের সম্মান করার নামই ইবাদত। পক্ষান্তরে যদি ইবাদতের যোগ্য মনে না করে তবে তা কেবল সম্মানেই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইবাদত বলে গণ্য হবে না। যেমন; নামাযে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইবাদত কিন্তু হাত বাঁধার এই আমলটি যদি প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দরবারে সোনালী জালীর সামনে হয় কিংবা সালাত ও সালাম পাঠকালে হয়





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা  
ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

অথবা কোনো বুয়ুর্গের আগমনে হয়, তাবাররুকাতে র যিয়্যারত করাতে  
হয়, কোনো অলি আল্লাহর মাযার শরীফের সামনে হয়, নিজের পীর  
সাহেব, ওস্তাদ কিংবা মাতাপিতা ইত্যাদির জন্য হয়, তবে এসব  
ইবাদত নয়, শুধুমাত্র সম্মান।

## আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা সকল কাজই ইবাদত

ইবাদতের মর্মার্থ খুবই বিশাল এবং তা আল্লাহ পাকের  
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা যে কোনো কাজকেই পরিবেষ্টন করে। যেমন;  
ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৯তম খন্ডে, গমযুল উয়ুন ও রদুল মুখতারের  
বরাত দিয়ে লিখেন: “ইবাদত হলো, যা করলে সাওয়াব দেয়া হয় আর  
তা সাওয়াবের নিয়তের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে।” প্রসিদ্ধ মুফাসসীর  
হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর  
লেখনীর সারমর্ম হলো: যেসকল কাজ আল্লাহ পাককে সন্তুষ্টি করার  
জন্য করা হয়, তা-ই ইবাদত। (ভাফসীরে নঈমী, ১/৭৭)

## আমল কবুলের শর্তাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমল কবুল হওয়ার  
জন্য আখিরাতের সাওয়াবের নিয়ত আবশ্যিক। অতএব দাওয়াতে  
ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার পবিত্র কোরআনের  
অনুবাদ “খায়াইয়নুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান” এর ৫১৫  
পৃষ্ঠায় ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাইলের উনবিংশ নম্বর আয়াতে  
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

وَمَنْ أَرَادَ الْأَجْرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا  
سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلِيكَ كَانَ  
سَعِيهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٤﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “আর যে আখিরাত চায় এবং সেটার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে আর হয় ঈমানদার; তবে প্রচেষ্টা ঠিকানায় পৌঁছে থাকে।

উক্ত আয়াতের টীকায় সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যিক। (১) আখিরাতের প্রত্যাশী হওয়া, অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিয়ত। (২) প্রচেষ্টা, অর্থাৎ আমলকে যথাযথভাবে এর নির্ধারিত নিয়মাবলী সহকারে সম্পাদন করা। (৩) ঈমান, যা সবাপেক্ষা বেশি আবশ্যিক। (খায়য়িনুল ইরফান, ৫১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাহ প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর ও প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নেক আমলের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় মন্দ নিয়ত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন এবং ভাল ভাল নিয়তের অভ্যাস গড়ে তোলার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারনী)

## প্রতিটি কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল

পবিত্র কোরআনের পরে সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হচ্ছে বুখারী শরীফ। এই কিতাবের সর্বপ্রথম হাদীসটি হচ্ছে: “اِنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ” অর্থাৎ প্রতিটি কাজ নিয়তের উপরই নির্ভরশীল”। (বুখারী, ১/২, হাদীস ১)

এই হাদীসটির ব্যাপারে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীসটির মর্ম হলো যে, যেকোনো আমলের সাওয়াব তার নিয়তের উপরই নির্ভর করে। নিয়ত ছাড়া কাজ করলে কোনো সাওয়াবের আশা করা যায় না।

(মুজহাহুল ক্বারী, ১/১৭২)

## ভাল নিয়ত সম্পর্কিত ২টি হাদীস শরীফ

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল’ কিতাবের ১৭৩ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় ভাল নিয়তের ফযীলত সম্বলিত দু’টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। (১) “সত্য নিয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।” (আল জামিউস সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) (২) “ভাল নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” (আল জামিউস সগীর, ৫৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩২৬)







রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

## নিয়ত কাকে বলে?

অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকে নিয়ত বলে, তা যে কোনো বিষয়েরই হোক না কেন আর শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত করার ইচ্ছাকে নিয়ত বলা হয়। (নুজহাতুল ক্বারী, ১/১৬৯)

## মুবাহ কাজ ভাল নিয়তের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়

অনেক কাজই তো মুবাহ রয়েছে। মুবাহ ঐসকল জায়িয কাজকে বলা হয়, যা করা আর না করা সমান। অর্থাৎ এমন কাজ করাতে না সাওয়াব পাওয়া যাবে না গুনাহ। যেমন; পানাহার, নিদ্রা, হাটাচলা, সম্পদ অর্জন করা, উপহার দেয়া, উত্তম বা অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি মুবাহ কাজ। একটু মনোযোগ দিলেই মুবাহ কাজকে ইবাদত বানিয়ে এতে সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব। এর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে কোনো মুবাহ (অর্থাৎ এমন জায়িয আমল যা করা না করা সমান) কাজ ভাল নিয়তের কারণে মুস্তাহাবে পরিণত হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৪৫২)

ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুবাহ কাজগুলোর হুকুম ভিন্ন ভিন্ন নিয়তের কারণে ভিন্নরূপ ধারণ করে। এ কারণে যখন এর দ্বারা (অর্থাৎ কোনো মুবাহ কাজ দ্বারা) ইবাদতের শক্তি অর্জন করা কিংবা ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছানো উদ্দেশ্য হয়, তবে এই মুবাহটিও





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(জায়িয় বিষয়টিও) ইবাদত হয়ে যাবে। যেমন; পানাহার করা, শয়ন করা, সম্পদ অর্জন করা এবং সহবাস করা।

(প্রাণ্ড, ৭/১৮৯। দুররে মুখতার, ৪/৭৫)

## মুবাহ কাজে ভাল নিয়্যত না করা লোক ক্ষতিতে রয়েছে

কোনো মুবাহ কাজ যদি মন্দ নিয়্যতের মাধ্যমে করা হয়, তবে তা মন্দই হয়ে যাবে আর যদি ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে করা হয়, তবে ভাল এবং নিয়্যতে যদি কিছুই না থাকে, তবে মুবাহই থেকে যাবে আর কিয়ামতের হিসাব নিকাশের অপরাগতার সম্মুখীন হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, যে কোনো মুবাহ কাজে কমপক্ষে দু'একটি ভাল নিয়্যত করে নেয়া। সম্ভব হলে বেশি বেশি ভাল নিয়্যত করে নিন। কারণ ভাল নিয়্যতের সংখ্যা যতই বাড়বে সাওয়াবও তত বাড়বে। নিয়্যতের আরও উপকারিতা হলো যে, নিয়্যত করার পর যদি সে কাজটি কোনো কারণে করতে পারলো না, তবুও নিয়্যতের সওয়াব সে পেয়ে যাবে। যেমন; প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “بَيِّنَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” অর্থাৎ মুমিনের নিয়্যত তার আমলের চেয়েও উত্তম।” (আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

## নিয়্যত না করার ক্ষতি আর করার উপকারিতা সম্পর্কিত বর্ণনা

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ফিরিশতারা যখন বান্দাদের





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আমলনামা আসমানে তুলে নিয়ে যায় আর আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করে, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: **أَلَيْ تَتْلِكِ الصَّحِيفَةَ الَّتِي تَتْلِكِ الصَّحِيفَةَ** অর্থাৎ এই আমলনামাটি ছুঁড়ে ফেলো, এই আমলনামাটি ছুঁড়ে ফেলো।” ফিরিশতারা আরয করবেন: হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাটি যেসব নেক আমল করেছে তা আমরা দেখে শুনে লিখেছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: **لَمْ يَرِدْ وَخَبْرِي** অর্থাৎ এই বান্দাটি এসব আমলে আমার সম্বন্ধটির নিয়্যত করেনি। তাই এগুলো আমার দরবারে কবুল হবে না। অতঃপর অপর এক ফিরিশতাকে আল্লাহ পাক হুকুম দিবেন: **أَكْتُبْ لِفُلَانٍ كَذَا وَ كَذَا** অর্থাৎ অমুক বান্দার আমলনামায় অমুক অমুক আমলগুলো লিখে দাও।” ফিরিশতা আরয করবে: হে আল্লাহ! এই বান্দা তো আমলটি করেনি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: বান্দা আমলটি যদিও করেনি কিন্তু তার নিয়্যত তো আমলটি করার পক্ষে ছিলো। তাই আমি তার নিয়্যতের জন্যই তাকে এই আমলের প্রতিদান দিবো। (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৫৬, হাদীস ২৫৪৮)

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** আরো বলেন: হাদীস শরীফে আরও পাওয়া যায় **نَبِيُّهُ الْمُؤْمِنِ** অর্থাৎ মুমিনের নিয়্যত তার আমল চেয়ে উত্তম।”

(আল মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

প্রকাশ থাকে যে, আমলের নিয়্যতের সাওয়াব তখনই পাওয়া যাবে যখন নিয়্যত ভাল হয়ে থাকে আর যদি মন্দ নিয়্যত হয়ে থাকে তবে নেক আমলের উপর কোনো সাওয়াবই অর্জিত হবে না। কিন্তু





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

ভাল নিয়্যতের উপর তো যে কোনো অবস্থাতেই সাওয়াব অর্জিত হবেই, আমলটি করুক বা না করুক। এ কারণেই যে, মুমিনের নিয়্যত তার আমলের চেয়েও উত্তম। তাই কোনো কোনো বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِينِ বলেন:

হর করা আন্দর আমল ইখলাস নীস্ত

দর জাহাঁ আয বন্দগানে খাস নীস্ত

অর্থাৎ যে ব্যক্তির আমলে একনিষ্ঠতা নেই, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হার করা কার আয বরায়ে হক বুয়দ

কারে উ পাইয়াস্ত বা রওনক বুয়দ

অর্থাৎ যে ব্যক্তির আমল আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তার আমল সর্বদা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে থাকে। (আশিআতুল লুমআত, ১/৩৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল নিয়্যত ভাল এবং মন্দ নিয়্যত মন্দ ফলাফল নিয়ে আসে। বরং কখনো কখনো মন্দ নিয়্যতের মন্দ ফল সাথে সাথেই প্রকাশিত হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে দু’টি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

## (১) অভিনব গাভী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: এক বাদশা একদা নিজের রাজ্য পরিদর্শনে বের হলে। তখন এক ব্যক্তির নিকট সে অবস্থান করলো, বাড়ির মালিক (বাদশাহকে চিনতো না) সন্ধ্যার সময় সে তার গাভীর দুধ দোহন করলো তখন বাদশা এ





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলো যে, তা থেকে ৩০টি গাভীর সমপরিমাণ দুধ বের হলো, বাদশাহ মনে মনে এই অভিনব গাভীটি ছিনিয়ে নেয়ার মন্দ নিয়্যত করলো। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় গাভীটি হতে অর্ধেক দুধ পেলো, বাদশাহ যখন বিস্ময় প্রকাশ করলো, তখন বাড়ির মালিক বলতে লাগলো: “হয়তো বাদশাহ তার প্রজাদের উপর অত্যাচার করার নিয়্যত করেছে, সে কারণে আজ দুধ অর্ধেকে নেমে এসেছে। কেননা বাদশাহ যখন অত্যাচারী হয় তখন বরকত শেষ হয়ে যায়।” এই আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ সেই অভিনব গাভীটি ছিনিয়ে নেয়ার নিয়্যত বর্জন করলো। অতএব পরের দিন গাভীটি আগের দিনের সমপরিমাণ দুধ দিলো। এই ঘটনা থেকে বাদশাহ শিক্ষা পেলো আর সে প্রজাদের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করে দিলো।

(গুয়াবুল ঈমান, ৬/৫৩, নম্বর ৭৪৭৫)

## (২) আঁখের শীতল মিষ্টি রস

পূর্বে ইরানের বাদশাহদের উপাধি ছিলো ‘কিসরা’, যেমনিভাবে মিশরের বাদশাহদের বলা হতো ‘ফেরাউন’। একদা এক বাদশাহে কিসরা নিজের সেনাদের থেকে পথ হারিয়ে একটি বাগানের দরজায় এসে পৌঁছলো, সে পান করার জন্য পানি চাইলো, তখন এক ছোট্ট মেয়ে তার জন্য আঁখের শীতল রস নিয়ে এলো। বাদশাহ তা পান করলো, তা খুবই সুস্বাদু ছিলো, সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো: এটা কীভাবে তৈরি করো? সে বললো: এই বাগানটিতে খুবই উন্নত মানের আঁখ জন্মায় এবং আমরা নিজেদের হাতে আঁখ নিংড়ে রস বের করি!





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো,  
নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

বাদশা আর এক গ্লাস রস চাইলো। মেয়েটি আনতে গেলো, ইত্যবসরে বাদশাহের নিয়ত খারাপ হয়ে গেলো, সে মনে মনে বললো: আমি এই বাগানটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এর পরিবর্তে আর একটি বাগান দিয়ে দেব। এমন সময় মেয়েটি কান্না করতে করতে এসে বললো: “আমাদের বাদশাহের নিয়ত খারাপ হয়ে গেছে।” বাদশাহ বললো: “তুমি তা কীভাবে জানলে? সে বললো: “আগে তো সহজেই রস নিংড়ানো যেতো কিন্তু এবার অনেক জোর করেও রস বের করতে পারিনি।” বাদশাহ তৎক্ষণাৎ বাগান ছিনিয়ে নেয়ার খারাপ নিয়ত বর্জন করলো আর বললো: “আর একবার যাও তো, একটু চেষ্টা করে দেখো।” অতএব সে গেলো আর সহজেই রস নিংড়াতে পারলো।

(হায়াতুল হায়ওয়ানিল কুবরা, ১/২১৬। আল মুনতাজিম ফি তারিখিল মুলুক..., ১৬/৩১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোনো সুন্নাহ ইত্যাদিতে আমল করার সুযোগ হবে তখনই মনের মাঝে নিয়ত উপস্থিত থাকা আবশ্যিক। যেমন; কাপড় পরিধান করার সময় প্রথমে ডান হাত দিলো, খোলার সময় বাম হাত থেকে শুরু করলো। অনুরূপভাবে জুতো পরতে এবং খুলতেও অভ্যাসবশত একই নিয়ম অনুসরণ করলো, এগুলো সুন্নাহ। কিন্তু আমল করার সময় সুন্নাহের উপর আমলের মোটেই নিয়ত অন্তরে ছিলো না, তবে এ আমলকে ‘ইবাদত’ নয়, ‘অভ্যাস’ বলা হবে এবং সুন্নাহের সাওয়াব পাওয়া যাবে না।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

## নিয়ত সম্পর্কিত একটি জ্ঞানগর্ভ ফতোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে পরিচালিত “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” এর পক্ষ থেকে নিয়ত সম্পর্কিত এক জ্ঞানগর্ভ ফতোয়া লক্ষ্য করুন: নিঃসন্দেহে নিয়তবিহীন কোনো আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না বরং এরূপ (নিয়ত না করা) ইবাদতগুলো ‘অভ্যাসে’ পরিণত হয়ে যায়। কোনো ভাল কাজে নিয়তের অর্থ হলো যে, সেই কাজটি করা হচ্ছে অন্তরও সেদিকে মনোযোগী থাকা আর সেই কাজটি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা, এই নিয়তের মাধ্যমে অভ্যাস ও ইবাদতের মাঝে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেলে যে, অন্তরের মনোযোগ ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হওয়াই নিয়ত আর এর মাধ্যমেই অভ্যাস ও ইবাদতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং যদি ইবাদতের নিয়ত করে নেয়, তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর যদি নিয়ত করা না হয়, তবে সে আমলটি অভ্যাস হয়ে যাবে এবং তাতে সাওয়াবও পাওয়া যায় না। যেমন; হযরত আল্লামা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: **الْقَصْدُ وَشُرْعَانُوجُهُ الْقَلْبِ نَحْوُ الْفِعْلِ اِتِّبَاعًا** অর্থাৎ নিয়তের আভিধানিক অর্থ হলো: ‘ইচ্ছা’ ও ‘উদ্দেশ্য’ আর শরীয়তের পরিভাষায় অর্থ হলো: যেই আমলটি করছে, অন্তর সেই আমলটির প্রতি মনোযোগী থাকা আর সেই আমলটি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা এবং নিয়তের মাধ্যমে ‘ইবাদত’ ও ‘অভ্যাস’ এর মাঝে পার্থক্য করাই উদ্দেশ্য হওয়া। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/৯৪) কিন্তু সেই সাথে এ বিষয়টিও মনে





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা  
ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

রাখবেন যে, অনেক আমল এমন রয়েছে, যাতে আমরা অনুভব করি  
যে, এটা কেবল অভ্যাস হিসাবে করা হচ্ছে, অথচ এতেও ‘ইবাদতের  
নিয়ত’ বিদ্যমান থাকে আর তা অনুধাবন করা এ কারণেই কমে যাচ্ছে  
যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বা বিশেষভাবে যে পরিমাণ মনোযোগ দেয়া হয়,  
তা প্রায় আমল করার কারণে বিদ্যমান থাকে না। তবে হ্যাঁ; যদি  
আদৌ (অর্থাৎ একেবারেই) কোনো নিয়ত না থাকে, তবে তাতে  
আসলেই কোনো সাওয়াব নেই। اللهُ أَغْلَى;

## ভাল নিয়তের তৌফিক কীভাবে অর্জিত হয়

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামেদ  
মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক  
মুবাহ কাজ (অর্থাৎ প্রত্যেক জায়য কাজ যা করলে সাওয়াবও নাই,  
গুনাহও নাই) এক বা একাধিক নিয়তের সম্ভাবনা রাখে, যার মাধ্যমে  
সেই মুবাহ কাজটি উত্তম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায় আর এর মাধ্যমে  
উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি কত বড় ক্ষতির মধ্যে  
রয়েছে, যে মুবাহ কাজকে ভাল নিয়তের মাধ্যমে সাওয়াবপূর্ণ করার  
পরিবর্তে পশুর ন্যায় উদাসীনতার মাধ্যমে করতে থাকে এবং নিজেকে  
সাওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখে। বান্দার উচিত নয় যে, কোনো মনোভাব  
সময় ও পদক্ষেপকে তুচ্ছ মনে করা, কেননা এসকল কাজের ব্যাপারে  
কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে: এ কাজ কেন  
করেছিলে? তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো? এই বিষয়টি (অর্থাৎ মুবাহ







রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কাজটি ভাল নিয়্যতে মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত হওয়া) শুধুমাত্র সেসকল মুবাহ কাজসমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা মাকরুহ নয়। তাই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: “حَلَالُهَا حِسَابٌ وَ حَرَامُهَا عَذَابٌ” অর্থাৎ হালালে রয়েছে হিসাব আর হারামে রয়েছে শাস্তি।” (আল ফিরদৌস নিমাতুলিল খাজাব, ৫/২৮৩, হাদীস ৮১৯২) তিনি আরও ইরশাদ করেন: যার অন্তরে আখিরাতের কল্যাণ সঞ্চয় করার প্রেরণা থাকে, তার জন্য এরূপ নিয়্যত করা সহজ, অবশ্যই যার অন্তরে দুনিয়াবী নেয়ামতের প্রাধান্য বিরাজ করে তার অন্তরে এরূপ নিয়্যত আসে না। বরং কেউ মনে করিয়ে দিলেও তার মাঝে এ ধরনের নিয়্যতের প্রেরণা সৃষ্টি হয় না এবং যদি নিয়্যত হয়ও তবে তা শুধু একটি ধারণা মাত্র, বাস্তব নিয়্যতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকে না! (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৯৮)

## ওয়াশরুমে যেতেও নিয়্যত করা উচিত

ওয়াশরুমে যেতেও নিয়্যত করা উচিত, জনৈক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি প্রতিটি কাজে নিয়্যত করা পছন্দ করি, এমনকি পানাহার, শয়ন এবং ওয়াশরুমে (অর্থাৎ লেট্রিন) প্রবেশ করার জন্যও।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৯৮)

জনৈক ভদ্রলোক ছাদে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, তিনি তার স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বললেন: আমার চিরুনিটি নিয়ে এসো। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো: আয়নাও কি নিয়ে আসবো? তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, অতঃপর বললেন: হ্যাঁ। কোনো শ্রোতা তাৎক্ষণিক উত্তর না দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি একটি নিয়্যতে আমার





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়াল)

স্ত্রীকে চিরুনী আনতে বলেছিলাম, যখন সে আয়না আনার কথা বললো, তখন আয়নার ব্যাপারে আমার কোনো নিয়ত ছিলো না। তাই আমি নিয়ত করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করলাম। এক পর্যায়ে আল্লাহ পাক আমাকে নিয়ত দান করলেন, সেই নিয়তের উপর আমি বলে দিলাম: হ্যাঁ, তাও নিয়ে এসো। (কুতুল ক্লুব, ২/২৭৪)

## পূর্বের মুসলমানেরা রীতিমত নিয়তের জ্ঞান অর্জন করতে

হযরত সায্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “পূর্বকার মুসলমানেরা যেভাবে জ্ঞান অর্জন করতেন, সেভাবে আমলের জন্য নিয়তের জ্ঞানও শিখতেন।” (কুতুল ক্লুব, ২/২৭৪) হযরত সায্যিদুনা সিররী সাকাতি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “একনিষ্ট নিয়ত সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া তোমার জন্য ৭০টি হাদীস লিপিবদ্ধ করার চেয়ে উত্তম।” অথবা বলেন: “সাতশত হাদীস লিপিবদ্ধ করার চেয়ে উত্তম।” (কুতুল ক্লুব, ২/২৭৬) হযরত সায্যিদুনা ইবনে মুবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “কতিপয় ছোট আমল এমন রয়েছে, যেগুলোকে নিয়ত বড় আমলে পরিণত করে দেয়।” (কুতুল ক্লুব, ২/২৭৫)

## গুহার ইবাদতকারী

মানুষকে দেখানোর জন্য এবং বাহবা কুড়ানোর নিয়তে করা পাহাড়তুল্য বড় বড় আমলও কবুল হয়না। যেমনটি; বর্ণিত আছে: বনী ইসরাইলের এক আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী) একটি গুহায় ৪০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইবাদত করে। ফিরিশতারা তার আমলগুলো





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

নিয়ে আসমানে যেতো আর সেগুলো কবুল করা হতো না। ফিরিশতারা আরয করলো: “হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমরা তোমার নিকট বিশুদ্ধ (আমল) নিয়ে এসেছি।” আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: “হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সত্য বলেছো, কিন্তু (ইবাদতে তার নিয়ত মন্দ ছিলো) সে চাইতো যে, এই জায়গাটি সম্পর্কে (সকলে) জেনে যাক (অর্থাৎ লৌকিকতা ও প্রসিদ্ধি কামনা করে)। (কুতুব কুব্ব, ২/২৬৪)

আমীরে আহলে সুনাত বলেন:

- (১) রং কথার মাধ্যমে কম আর সহচর্যের মাধ্যমে বেশি ছড়ায়।  
(মাদানী মুযাকারা, ২৫ যিলহজ্জ ১৪৩৫হিঃ)
- (২) খোদাভীতি অর্জনের ভয়কারীদের সহচর্য অনেক বেশি জরুরী।  
(মাদানী মুযাকারা, (ইশার পর) ২২ রমযান ১৪৩৬হিঃ)
- (৩) মন্দ সহচর্য ঈমানের জন্য বিষাক্ত হত্যাকারী।  
(মাদানী মুযাকারা, (ইশার পর) ২৫ রমযান ১৪৩৬হিঃ)



## বলেন: **وَاَمَّا بِرَكَّتُهُمُ الْعَالِيَةِ** **আম্মীরে আহলে সূন্নাত**

- (১) রং কথার মাধ্যমে কম আর সহচর্যের মাধ্যমে বেশি ছড়ায়।  
(মাদানী মুযাকারা, ২৫ যিলহজ্জ ১৪৩৫হিজ)
- (২) খোদাভীতি অর্জনকারীদের জন্য খোদাভীতি পোষণকারীদের সহচর্য অনেক বেশি जरুরী।  
(মাদানী মুযাকারা, (ইশার পর) ২২ রমযান ১৪৩৬হিজ)
- (৩) মন্দ সহচর্য ঈমানের জন্য মৃত্যু বিষতুল্য।  
(মাদানী মুযাকারা, (ইশার পর) ২৫ রমযান ১৪৩৬হিজ)



(দা'ওয়াতে ইসলামী)



দেহতে হাকুন

### মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরাসে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দারকিরা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net